মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৭১ বর্ষঃ ৯ম জানুয়ারী ২০১৪

টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জরুরী বৈঠক

টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন** এম পি মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সকল আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখ এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান** উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ইয়াবা বাংলাদেশের সর্বাধিক অপব্যবহৃত মাদকদ্রব্য। এর মূল উৎস মায়ানমার। মূলত মায়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নাফ নদীর জাদীরমুরা পয়েন্টে থেকে শাহপরী দ্বীপ পর্যন্ত ১৪ কিঃ মিঃ ইয়াবা পাচারের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্রসিং পয়েন্ট। এখানকার উল্লেখ্যযোগ্য স্থান হলো শাহপরীর দ্বীপ, শামলাপুর, মিস্ত্রিপাড়া, নাজিরপাড়া, মৌলভীপাড়া, হাবিবপাড়া, নয়াপাড়া, কায়েকখালীঘাট, সাবরাং, টেকনাফ জালিয়াপাড়া, সাবরাং, জালিয়াপাড়া নীলা ডেইল, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ সংলগ্ন সাগরপাড়। এছাড়া উখিয়া উপজেলার বালুখালী এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকাও মাদক পাচারে বিশেষভাবে ব্যবহূত হয়। পাচারকৃত ইয়াবা বাংলাদেশ ভুখন্ডে ঢোকার পরে কক্সবাজার, টেকনাফ দুইটি সড়কই(প্রথমটি ভায়া সদর উখিয়া ও দ্বিতীয়টি মেরিন ড্রাইভ এলজিইডি সড়ক) ইয়াবা পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হয়। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচারকৃত ইয়াবার সিংহভাগই নৌপথে নাফ নদী ও তৎসংলগ্ন অববাহিকা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে জেলে নৌকা বা জনসাধারণের বিচরণকারী বোটের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

ইতোপূর্বে টেকনাফে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কোন সার্কেল অফিস ছিলনা। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা দূরহ ছিল। ইয়াবার ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে সাম্প্রতি সরকারের বিশেষ অনুমোদন নিয়ে ০৬(ছয়) জন জনবল সম্বলিত একটি সার্কেল অফিস টেকনাফ উপজেলা পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্যা মোকাবেলা করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড ও আনসারসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সভায় মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে ইয়াবা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রোধকল্পে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

মাদক পাচার প্রতিরোধে মায়ানমারের সাথে সম্পাদিত দ্বিগুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিবি, কোস্ট গার্ড এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রর অধিদপ্তর এর মাধ্যমে মায়ানমার কর্তৃপক্ষের উপর সর্বাত্বক চাপ প্রয়োগ করা।

কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় কর্মরত আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থার এতদসংক্রান্ত কর্মতৎপরতা জোরদার করা।

ইয়াবা পাচারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সকল পয়েন্ট ও রুট এ চেকপোষ্ট, টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করা।

মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্ত পথে জনসাধারণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও বিশেষ নজরদারীতে আনা।

নাফ নদী এবং তত সংলগ্ন অববাহিকায় ও উপকূল এলাকায় অবাধে নৌ চলাচল ও মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ করা।

নাফ নদী এবং তত সংলগ্ন এলাকায় বিজিবি এবং কোস্টগার্ডের যানবাহন বৃদ্ধি এবং সার্বক্ষণিক টহল টিম নিয়োগকরা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোবাইক কোর্ট কার্যকর রাখা।

কক্সবাজার জেলার সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিয়ে নিয়মিত মাদক চোরাচালান পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সব সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করা।

এডিকশন প্রফেশনালস্‌দের প্রশিক্ষণের জন্য ACCE কর্তৃক প্রনীত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম বাংলায় অনুবাদকরণ রিভিউ সভা

এডিকশন প্রফেশনালস্‌দের প্রশিক্ষণের জন্য কলম্বো প্লানের এশিয়ান সেন্টার ফর সার্টিফিকেশন এন্ড এডুকেশন অফ এডিকশন প্রফেশনালস্‌ (ACCE) কর্তৃক প্রনীত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ১ ও ২ বাংলায় অনুবাদকরণ রিভিউ সভা গত ২৬-২৯ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখ ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালটিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রিভিউ সভাটির সমন্বয়ক হিসেবে ACCE এর এক্সিকিউটিভ ট্রেইনার **মিস সুস্মিতা ব্যানার্জী** দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে রিভিউ সভাটির শুভ উদ্বোধন করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান** । প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম দু'টি বাংলায় অনুবাদের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দেশের মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন হবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন। অনুবাদ কার্যক্রমটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গাজীপুর সার্কেল কর্মরত সহকারী উপগুপরিদর্শক (১) জনাব মোঃ কবির হোসেন, এবং খুলনা সদর দক্ষিণ সার্কেলের সহকারী উপগুপরিদর্শক (২) জনাব আব্দুল জলিল হাওলাদার এর জন্ম তারিখ ০১/০১/৫৫খ্রিঃ অনুযায়ী ৩১/১২/১৩ তারিখে তাদের বয়স ৫৯(উনষাট) বৎসর পূর্ন হওয়ায় গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৪ ও ৭ ধারা (সংশোধিত) ১৯৫৯ ইং সালের নির্ধারিত ছুটি বিধি ৩(১)বি (২)ধারা মোতাবেক তাদেরকে ৩১/১২/১৩ খ্রিঃ তারিখে অবসর গ্রহণের অনুমতিসহ ০১/০১/১৪ হতে ৩১/১২/১৪ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বৎসর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৩ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পারিমান
০৩/১২/১৩	চট্টগ্রাম মেট্রোঃ	০২	ইয়াবাগু১২০০ পিস
২১/১২/১৩	পাবনা	০১	হেরোইনগু১০০ গ্রাম
২১/১২/১৩	ঢাকা	০১	গাজাগু৪০ কেজি
২৮/১২/১৩	ঢাকা মেট্রোঃ	০১	বিয়ার-১৪৪ ক্যান

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্ট গার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ডিসেম্বর'১৩ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের /সংস্থা নাম	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
	নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা অঞ্চল	১৭০	১৭০	--	১৭০	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮৫	৮৫	--	৮৫	--
রাজশাহী অঞ্চল	৭০	৭০	--	৭০	--
খুলনা অঞ্চল	৮৪	৮৪	--	৮৪	--
বাংলাদেশ পুলিশ	১,৭১৯	১,৭১৮	০১	১,৭১৯	--
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	০৩	০৩	--	০৩	--
অন্যান্য সংস্থা	০২	০২	--	০২	--
মোট =	২,১৩৩	২,১৩২	০১	২,১৩৩	--

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের সাথে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	ডিসেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০১৩
১।	ঢাকা অঞ্চল	৭৯,২২,৪৪৬/-	৭২,৩৫,০৯১/-
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮৬,১০,১১০/-	৭২,৬১,২৭৬/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	৩,৪৩,১২,০০২/১২	২,৭৯,৬৭,৩৪৬/৮০
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৮৭,৮৬,২০৯/৮০	৭৪,৬৯,০১২/-
	মোট	**৫,৯৬,৩০,৭৬৭/৯২**	**৪,৯৯,৩২,৭২৫/৮০**

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (ডিসেম্বর'১৩)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৪৮	১৫৮	২৯	২৯
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬৫	৭২	১২	১৬
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৫	৩০	০৩	০৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৩০	৩৩	০০	০০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৬	১৬	০০	০০
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	০৯	০৮	০০	০০
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৪	২৯	১৩	১৪
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	০৭	০৮	০০	০০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৭	৩৮	০০	০০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৮	০৮	০২	০৪
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২০	১৬	০০	০০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৬	১৫	০০	০০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০১	০০	০০	০০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০২	০০	০০	০০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০৫	০৪	০০	০০
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৫	৩৯	০০	০০
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩০	৩০	০০	০০
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৭	১৭	০০	০০
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	০৯	০৯	০১	০১
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৬	০৬	০০	০০
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৯৩	১০৩	০১	০১
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	৩২	৩৪	০১	০১
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৩	১৩	০০	০০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	২০	২০	০০	০০
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১২	১৩	০০	০০
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৩	০২	০০	০০
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০২	০০	০০	০০
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০৬	০৯	০১	০১
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৩	০৩	০০	০০
	সর্বমোটঃ	৬৯৪	৭৩৩	৬৩	৭০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে **রাংগামাটি উপ**-অঞ্চলে সবচেয়ে কম মামলা রুজু হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ১৪৮ টি মামলা রুজু করে ১৫৮জনকে আসামী করা হয়েছে। রাংগামাটি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কম মামলা রুজু করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। অপরদিকে রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালক জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুয়াযী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)
গঠিত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২২	৬৩৪ টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

ঢাকা উপগুঅঞ্চলে ২১/১২/১৩ তারিখ ৪০কেজি গাঁজাসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২১/১২/২০১৩ তারিখ ভোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা উপগুঅঞ্চলাধীন গাজীপুর সার্কেল পরিদর্শকের এর নেতৃত্বে একটি টিম টঙ্গীর হোসেন মার্কেট এলাকায় একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে ৪০ কেজি গাঁজাসহ (১) মেরাজ মিয়া (২৫), পিতাগুমৃত নুরুল ইসলাম, সাংগুকালিপুর দক্ষিণ পাড়া, থানাগুভৈরব, জেলাগু কিশোরগঞ্জ'কে গ্রেফতার করেন এবং অপর আসামী (২) মোঃ কাওছার (৩২), পিতাগুআব্দুল লতিফ, সাংগুকালীপুর মধ্যপাড়া হাইস্কুল রোড, থানাগুভৈরব, জেলাগু কিশোরগঞ্জ পলাতক রয়েছেন। এ বিষয়ে টঙ্গী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। গাজীপুর সার্কেলের উপগুপরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম ভূঞা মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১১/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

পাবনা উপগুঅঞ্চলে ২১/১২/১৩ তারিখ ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ ০১ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২১/১২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা উপগুঅঞ্চলাধীন সিরাজগঞ্জ সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানাধীন শিয়ালকোল (মুচিপাড়া) এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ আসামী (১) মোঃ আরিফ শেখ (২৮), পিতাগুমৃত সোলেমান শেখ, সাংগু মাহমুদপুর, থানা ও জেলাগুসিরাজগঞ্জকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সিরাজগঞ্জ রেঞ্জের তত্ত্বাবধায়ক জনাব জি এম আবু হাসান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ০৫/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম মেট্রোতে ০৩/১২/১৩ তারিখ ১২০০ পিস ইয়াবাসহ ০২ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৩/১২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রো উপগুঅঞ্চলের পাঁচলাইশ সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন ২৪৯ সিডিএ এভিনিউ, ষোলশহর বনফুল এন্ড কোম্পানী নামীয় মিষ্টির দোকান তল্লাশী করে ১২০০ পিস ইয়াবাসহ আসামী (১) মোঃ জসিম (২৫), পিতাগুমৃত বকসু মিয়া, সাংগুখিল্লাপাড়া সরকার হাট, থানাগুহাটহাজারী, জেলাগুচট্টগ্রাম ও (২) মোঃ সাইফুল ইসলাম (১৬), পিতাগু মোঃ নুরুল আলম, সাংগুখিল্লাপাড়া সরকার হাট, থানাগুহাটহাজারী, জেলাগুচট্টগ্রামকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম পাঁচলাইশ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পাঁচলাইশ সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ জাকির হোসেন, মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ২৮/১২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকায় ২৮/১২/১৩ তারিখ থার্টিফাষ্ট নাইটকে সামনে রেখে বিশেষ অভিযান গ্রেফতার ০৫

থার্টিফাষ্ট নাইটকে সামনে রেখে ২৮/১২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরর, ঢাকা মেট্রোঃ উপগুঅঞ্চলের গুলশান, সবুজবাগ, উত্তরা এবং কোতয়ালী সার্কেলের তিনটি পৃথক টিম রাজধানীর গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৪৪ ক্যান বিদেশী বিয়ার ও একটি প্রাইভেট কারসহ আসামী (১) মোঃ শাহীন হোসেন (২৮) কে গ্রেফতার করেন। অপরদিকে উত্তরা সার্কেলের টিম উত্তরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৯ বোতল বিলাতীমদসহ আসামী (২) মোঃ আলাউদ্দিন ওরফে সোহেল (৩০), (৩)মোঃ নুর হোসেন ওরফে ভুট্টো (২৩), (৪) মোঃ জাকির হোসেন (১৯) কে গ্রেফতার করেন। কোতয়ালী সার্কেলের টিম বংশাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০০ এ্যাম্পুল ইনজেকশনসহ আসামী (৫) মোঃ শায়েদ (৩৬) কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামী ০৫ জন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক পৃথক ভাবে চারটি মামলা রুজু করা হয়।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ ডিসেম্বর'১৩ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমান
হেরোইন	--	--	৭.৬৬২কেজি
গাজা	--	--	২,১২১.১৮২ কেজি
গাজা গাছ	--	--	৬৪ টি
অবৈধ চোলাই মদ	--	--	৬৯২.৭৮ লিটার
দেশী মদ	--	--	৪,৬৬.২ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	২২,৮৩৪ বোতল
বিদেশী মদ	--	--	--
বিয়ার	--	--	৭,২৭৫ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	--	--	২০ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	--	--	৫৭৭ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	--	--	৪৫,৬৭৬ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	--	--	১৭ লিটার
তাড়ী (টোডি)	--	--	১৮৬ লিটার
পচুই	--	--	৯০ লিটার
পেথিডিন	--	--	১০ এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরফিন(টিডি জেসিক ইনঃ)	--	--	৬,১৫৫ এ্যাম্পুল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	--	--	৬,৫১০ লিটার
বাখার	--	--	২৪ কেজি
মুল	--	--	১২৪ পিস
দেশী মদ	--	--	১৪০ বোতল
ইয়াবা ট্যাবলেট	--	--	৪,১৭,৬৫৯ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	--	--	--
নগদ অর্থ	--	--	৭৪,৮৮১/-
মরফিন	--	--	--
মোবাইল সেট	--	--	০৭ টি
হেরোইন পুরিয়া	--	--	১,১১৭ টি
প্রাইভেট কার	--	--	০১ টি
মোটর সাইকেল	--	--	০৩ টি
বুপ্রেনরফিন(বনোজেসিক ইনঃ)	--	--	৬৭ এ্যাম্পুল
গাজার পুরিয়া	--	--	৬৩১ টি
লুপিজেসিক ইনজেকশন	--	--	২৬২ এ্যাম্পুল
রিক্সাভ্যান/বাইসাইকেল	--	--	--
সিএনজি	--	--	০১ টি
মোটঃ	২,৪৭২	২,৮৮৫	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং ডিসেম্বর'১২ মাসের সাথে ডিসেম্বর'১৩ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	ডিসেম্বর'১২	ডিসেম্বর'১৩
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০মেঃটঃ	১৪৬.৭৮মেঃটঃ	২১১.১৭৮মেঃটঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটঃ	৬৭.২০০মেঃটঃ	২৬৭.২০০মেঃটঃ
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটঃ	১০৪.৯৬ মেঃটঃ	৩৮.৪০মেঃটঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটঃ	৫৬.০২৩ মেঃটঃ	১৪.৪৪৮মেঃটঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটঃ	৬০.০০ মেঃটঃ	৬০.০০মেঃটঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৪,৭৯৫ কেজি	৬,৮০০ কেজি	১০০ কেজি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
অক্টোবর'১৩	৯০২	৪৭২	৪৮২	৩,৩৫,০০০/-
নভেম্বর'১৩	৭৫৫	৪৫০	৪৭৪	২,৬৪,৬০০/-
ডিসেম্বর'১৩	৭৯১	৪১৪	৪২৭	২,৮৩,১০০/-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	ডিসেম্বর '১৩
মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৪১৪ টি স্থানে
মাইকিং কর্মসূচী	০৩ টি স্থানে
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	২৮ টি স্থানে
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	২৪ টি স্থানে
ফিল্ম প্রদর্শণ	০৭ টি স্থানে
উপজেলা পরিষদ	০৫ টি স্থানে
পৌরসভা	০১ টি স্থানে
ইউনিয়ন পরিষদ	০৫ টি স্থানে
এনজিও প্রতিষ্ঠান	০৫ টি স্থানে

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ডিসেম্বর'১৩ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতাল সমূহে ৫৩৫ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর'১৩ মাসে নিরাময় কেন্দ্র/হাসপাতাল ভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৩	১০১	১৩৪	৬৭	৬৭
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	--	১০	১০	১০	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	--	--	--	--	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০২	০৬	০৮	০৭	০১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	০৯	২১০	২১৯	৮১	১৩৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৭৯	৩৩	১১২	৭৯	৩৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	০২	৫০	৫২	৩২	২০
মোট =	১২৫	৪১০	৫৩৫	২৭৬	২৫৯

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-১০.৪৪%, হেরোইন-২৩.৮৮%, গাঁজা-৮৩.৫৮%,ইনজেকশন-২২.৩৮%, ইয়াবা-২০.১৪%,মদ-৮.৯৫%, ড্যান্ডি-নাই, পলিড্রাগস-০.৭৪%, অন্যান্যঃ২.২৩% ।(কোন কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে) ।(সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ ৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স-৮৮৭০০১০, ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd